

بُخَارِيَّ

# বুখারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

## সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

### ওহীর সূচনা অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল

৩

### ইমান অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

১৫

ইমানের বিষয়সমূহ

১৭

প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে

১৭

ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম

১৮

খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ

১৮

নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ইমানের অংশ

১৯

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভালবাসা ইমানের অংশ

১৯

ইমানের স্বাদ

১৯

আনসারকে ভালবাসা ইমানের লক্ষণ

২০

পরিচ্ছেদ

২০

ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ

২১

নবী করীম (সা)-এর বাণী: 'আমি তোমাদের তুলনায় আব্রাহ পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী'

২১

কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আন্তনে নিষ্কিণ্ড হবার ন্যায় অপসন্দ করা ইমানের অংশ

২২

আমলের দিক থেকে ইমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ

২২

লজ্জা ইমানের অংশ

২৩

যারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়

২৩

যে বলে, 'ইমান আমলেরই নাম'

২৪

ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয়

২৫

সালামের গ্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

২৬

স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা

২৬

পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব

২৭

ফুলুমের প্রকারভেদ

বিষয়

পৃষ্ঠা

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| মুনাফিকের আলামত                                                          | ২৯ |
| লায়লাতুল কদরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত                    | ২৯ |
| জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত                                                 | ৩০ |
| রমযানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ                                        | ৩০ |
| সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ                            | ৩১ |
| দীন সহজ                                                                  | ৩১ |
| সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত                                                 | ৩১ |
| উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ                                                    | ৩৩ |
| আব্বাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়       | ৩৩ |
| ঈমানের বাড়ি-কমা                                                         | ৩৪ |
| যাকাত ইসলামের অঙ্গ                                                       | ৩৫ |
| জানায়ার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ                                              | ৩৬ |
| অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা                                | ৩৭ |
| রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঈমান, ইসলাম                                     | ৩৮ |
| পরিচ্ছেদ                                                                 | ৩৯ |
| দীন রক্ষাকারীর ফযীলত                                                     | ৩৯ |
| গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত                               | ৪০ |
| আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী                                        | ৪১ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আব্বাহর রেযামন্দীর জন্য, |    |
| তঁার রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য         | ৪৩ |

ইলম অধ্যায়

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 'ইলমের ফযীলত                                                               | ৪৭ |
| আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা.....                         | ৪৭ |
| উচ্চতরে 'ইলমের আলোচনা                                                      | ৪৮ |
| মুহাদিসের উক্তি : হাদিসানা, আখবারানা ও আখ'আনা                              | ৪৯ |
| শাগরিদদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উক্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা               | ৪৯ |
| হাদীস পড়া ও মুহাদিসের কাছে পেশ করা                                        | ৫০ |
| শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইলমের কথা লিখে |    |
| বিভিন্ন সেশে প্রেরণ                                                        | ৫৩ |
| মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা            | ৫৪ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'যাদের কাছে হাদীস পৌছানো হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন  |    |
| আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারীর) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে                  | ৫৫ |

## বিষয়

## পৃষ্ঠা

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী                                                      | ৫৬ |
| রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়ায-নসীহতে, ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, |    |
| যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে                                                    | ৫৭ |
| ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা                                          | ৫৭ |
| আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন                                  | ৫৮ |
| ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন                                                       | ৫৮ |
| ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আশ্রয়                                      | ৫৯ |
| সমুদ্রে খিযর (আ)-এর কাছে মূসা (আ)-এর যাওয়া                                       | ৫৯ |
| নবী (সা)-এর উক্তি : হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন                         | ৬১ |
| বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়                                             | ৬১ |
| ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া                                                        | ৬১ |
| ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত                                                | ৬৩ |
| ইলমের বিলুপ্তি ও মুর্খতার প্রসার                                                  | ৬৪ |
| ইলমের ফযীলত                                                                       | ৬৪ |
| প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া                                  | ৬৫ |
| হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান                                            | ৬৫ |
| আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফায়ত করা এবং পরবর্তীদেরকে      |    |
| তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী (সা)-এর উৎসাহ দান                                      | ৬৭ |
| উদ্ধৃত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া                      | ৬৮ |
| পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা                                                          | ৬৯ |
| অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা                     | ৬৯ |
| ইমাম অথবা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা                                       | ৭১ |
| ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিন বার বলা                                           | ৭১ |
| আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান                                                | ৭২ |
| আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া                           | ৭৩ |
| হাদীসের প্রতি আশ্রয়                                                              | ৭৩ |
| কিভাবে 'ইলম তুলে নেয়া হবে                                                        | ৭৪ |
| ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়                 | ৭৫ |
| কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা                             | ৭৬ |
| উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছে দেবে                             | ৭৬ |
| নবী করীম (সা)-এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ                                         | ৭৭ |
| ইলম লিপিবদ্ধ করা                                                                  | ৭৯ |
| রাতে ইলম শিক্ষাদান এবং ওয়ায-নসীহত করা                                            | ৮১ |

## বিষয়

পানি দ্বারা ইসতিনজা করা  
 পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে যাওয়া  
 ইসতিনজার জন্য পানির সাথে লাঠি নিয়ে যাওয়া  
 ডান হাতে ইসতিনজা করার নিষেধাজ্ঞা  
 প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না  
 পাথর দিয়ে ইসতিনজা করা  
 গোবর দিয়ে ইসতিনজা না করা  
 উযুতে একবার করে ধোয়া  
 উযুতে দু'বার করে ধোয়া  
 উযুতে তিনবার করে ধোয়া  
 উযুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা  
 (ইসতিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করা  
 দু' পা ধোয়া এবং মসেহ না করা  
 উযুতে কুলি করা  
 পায়ের গোড়ালী ধোয়া  
 চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা  
 উযু এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা  
 সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উযুর পানি তালাশ করা  
 যে পানি দিয়ে মানুষের চুল ধোয়া হয়  
 কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে  
 সমুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উযুর  
 প্রয়োজন মনে করেন না  
 অক্কেয় জনকে কোন ব্যক্তির উযু করিয়ে দেওয়া  
 বিনা উযুতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা  
 পূর্ণ বেহশী ছাড়া উযু না করা  
 পূর্ণ মাথা মসেহ করা  
 উভয় পা পিরা পর্যন্ত ধোয়া  
 মানুষের উযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা  
 পরিস্কেদ  
 এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া  
 একবার মাথা মসেহ করা  
 নিজ জীব সাথে উযু করা এবং জীব উযুর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)  
 বেহশ লোকের ওপর নবী (সা)-এর উযুর পানি ছিটিয়ে দেওয়া  
 গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উযু-গোসল করা



## বিষয়

গামলা থেকে উয়ু করা  
 এক মুদ (পানি) দিয়ে উয়ু করা  
 উভয় মোজার ওপর মসেহ করা  
 পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) গ্রবেশ করানো  
 বকরীর গোশত এবং ছাত্তু খেয়ে উয়ু না করা  
 ছাত্তু খেয়ে উয়ু না করে কেবল কুলি করা  
 দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে  
 ঘুমের পরে উয়ু করা এবং দু' একবার ঝিমালে কিংবা মাথা ঝুঁকে পড়লে উয়ু না করা  
 হাদস ছাড়া উয়ু করা  
 পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা শুনাহ  
 পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে  
 পরিস্কেদ  
 এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী (সা) এবং অন্যান্য লোকদের পক্ষ  
 থেকে অবকাশ দেওয়া  
 মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া  
 শিশুদের পেশাব  
 দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা  
 সন্নীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা  
 মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা  
 রক্ত ধুয়ে ফেলা  
 বীর্ষ ধোয়া এবং ঘমে ফেলা এবং ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলা  
 জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়  
 উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খোয়াড় গ্রসসে  
 ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া  
 স্থির পানিতে পেশাব করা  
 মুসন্নীর পিঠের ওপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না  
 থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে  
 নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা  
 উয়ু করা না-জায়েয  
 পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধুয়ে ফেলা  
 মিসওয়াক করা  
 বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা  
 উয়ু সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত

## বিষয়

স্ত্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধুয়ে ফেলা

## হায়য অধ্যায়

হায়যের ইতিকথা

হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া  
স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা  
নিফাসকে হায়য বলা

হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা

হায়য অবস্থায় সপ্তম ছেড়ে দেওয়া

হায়য অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায়  
ইসতিহাযা

হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলা

মুসতাহাযার ই'তিকাফ

হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষা-মাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং  
মিশ্‌কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

হায়যের গোসলের বিবরণ

হায়যের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

হায়যের গোসলে চুল খোলা

আন্তাহুর বাণী, 'পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশতপিও' প্রসঙ্গে

ঋতুবতী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে

হায়য শুরু ও শেষ হওয়া

হায়যকালীন সালাতের কাযা নেই

ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন

হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

ঋতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং  
ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

একই মাসে তিন হায়য হলে। সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের  
কথা গ্রহণযোগ্য

হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

ইসতিহাযার শিরা

তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়য শুরু হওয়া

ইসতিহাযাশ্রিত নারীর পবিত্রতা দেখা

## বিষয়

নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানাযা ও তার পদ্ধতি  
পরিচ্ছেদ

## তায়াম্মুম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী  
পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে  
মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে  
তায়াম্মুম করা  
তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দেওয়া  
মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা  
পাক মাটি মুসলিমদের উযূর পানির স্থলবর্তী, পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে  
এটাই যথেষ্ট  
জ্বনুবী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা তৃক্ষ্মার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে  
তায়াম্মুম করা  
তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা  
পরিচ্ছেদ

## সালাত অধ্যায়

মি'রাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো  
সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা  
সালাতে কাঁধে তহবন্দ বাঁধা  
এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা  
কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে কিছু অংশ রাখে  
কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়  
শামী জুকা পরে সালাত আদায় করা  
সালাতে ও তার বাইরে বিবস্ত্র হওয়া অপসন্দনীয়  
জামা, পায়জামা, জাজিয়া ও কা'বা পরে সালাত আদায় করা  
লজ্জাহান ঢাকা  
চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা  
উরু সম্পর্কে বর্ণনা  
মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে  
কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া  
কুশ বা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা



## বিষয়

রেশমী জুকা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা  
লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা  
ছাদ, মিষর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা  
মুসল্লীর কাপড় সিঁজদা করার সময় স্ত্রীর গায়ে লাগা  
চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা  
ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা  
বিছানায় সালাত আদায় করা  
গ্রচও গরমের সময় কাপড়ের উপর সিঁজদা করা  
জুতা পরে সালাত আদায় করা  
মোজা পরে সালাত আদায় করা  
সিঁজদা পূর্ণভাবে না করলে  
সিঁজদার বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা  
কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত  
মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা  
মহান আদ্যাহর বাণী, 'মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর  
যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া  
কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা  
মসজিদে গুণু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা  
কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের প্রেক্ষা পরিষ্কার করা  
সালাতে ডানদিকে গুণু ফেলবে না  
গুণু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে  
মসজিদে গুণু ফেলার কাফফারা  
মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা  
গুণু ফেলাতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে  
সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান  
অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?  
মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেঁচুরের) ছড়া ঝুলানো  
মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় আর যিনি তা কবুল করেন  
মসজিদে বিচার করা ও নারী-পুরুষের মধ্যে 'লি'আন' করা  
কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত  
আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুঁজি করবে না  
ঘরে মসজিদ তৈরী করা  
মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা

## বিষয়

জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা  
 ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা  
 উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা  
 চুল, আঙুন বা এমন কোন বস্তু যার ইবাদত করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল  
 আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা  
 কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরুহ  
 আল্লাহর গৃহে বিক্ষিপ্ত ও আঘাবের স্থানে সালাত আদায় করা  
 গির্জায় সালাত আদায় করা  
 পরিশ্রম  
 নবী (সা)-এর উক্তি : আমার জন্য যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা  
 হাসিলের উপায় করা হয়েছে  
 মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো  
 মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো  
 সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত  
 তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাকআত সালাত  
 আদায় করে নেয়  
 মসজিদে হাদস হওয়া (উযু নষ্ট হওয়া)  
 মসজিদ নির্মাণ করা  
 মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করা  
 কাঠের মিথর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা  
 যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে  
 মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে  
 মসজিদ অতিক্রম করা  
 মসজিদে কবিতা পাঠ  
 বর্ণা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ  
 মসজিদের মিথরে জন্ম-বিজ্ঞয়ের আলোচনা  
 মসজিদে স্বর্ণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা  
 মসজিদে খাদু দেওয়া এবং ন্যাকড়া আবর্জনা ও কাঠ-খড়ি কুড়ানো  
 মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা  
 মসজিদের জন্য খাদিম  
 কয়েদী অথবা স্বগ্ৰস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা  
 ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা  
 রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন

## সম্পাদনা পরিষদ

### প্রথম সংস্করণ

|    |                                |            |
|----|--------------------------------|------------|
| ১. | মাওলানা উবায়দুল হক            | সভাপতি     |
| ২. | মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ   | সদস্য      |
| ৩. | মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | "          |
| ৪. | মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম  | "          |
| ৫. | ডক্টর কাজী মীন মুহাম্মদ        | "          |
| ৬. | মাওলানা রুহুল আমিন খান         | "          |
| ৭. | মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম  | "          |
| ৮. | মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ      | সদস্য সচিব |

## সম্পাদনা পরিষদ

### দ্বিতীয় সংস্করণ

|    |                                  |            |
|----|----------------------------------|------------|
| ১. | মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম    | সভাপতি     |
| ২. | মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আগার | সদস্য      |
| ৩. | মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম    | "          |
| ৪. | মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী   | "          |
| ৫. | মাওলানা ইমদাদুল হক               | "          |
| ৬. | মাওলানা আবদুল মান্নান            | "          |
| ৭. | আবদুল মুকীত চৌধুরী               | সদস্য সচিব |

## অনুবাদকগণের তালিকা

- ১। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিদ্বাহ
- ২। " আবদুল জলীল
- ৩। " মোশাররফ হোসাইন
- ৪। " আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
- ৫। " সিরাজুল হক
- ৬। " মুহাম্মদ ইসমাইল
- ৭। " খালিদ সাহিফুল্লাহ
- ৮। " ইসহাক ফরীদী
- ৯। " আবদুর রব
- ১০। " আবু তাহের মেসবাহ
- ১১। " মাহবুবুর রহমান জুগা
- ১২। " ক্ব্বল আমিন খান
- ১৩। " আবদুল মোমিন
- ১৪। " কুতুব উদ্দীন
- ১৫। " মুস্তাক আহমদ
- ১৬। " আবদুল মতিন
- ১৭। " কাজী আবু হুরায়রা
- ১৮। " আবদুন নূর
- ১৯। " আবুল কালাম
- ২০। " রফিকুল্লাহ নেছরাবাদী
- ২১। " মুহাম্মদ ফারুক

## মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সাহীহ মুখতার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী’। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জ্ঞান ও কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্মলাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সত্য সত্য সৎসংকলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদ (হয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর অস্বাভাবিক, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজ করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। প্রায় দেড়শ জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলায় হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো সংকলিত করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দি

এ. জেড. এম. শামস

ম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

## ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর।

হাদীস শরীফ মুসলিম মিষ্টান্তের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মৌল নীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বর্ণনা করে। কুরআন ইসলামের আলোকসমুদ্র, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন ফেরা আর হাদীস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিন্যস্ত তাজা তত্ত্ব শেখা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন অধীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক নবী করীম (সা) এর পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাদীসের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর উপর যে ওহী নায়িল করে হলো হাদীসের মূল উৎস। ওহী-এর শাব্দিক অর্থ 'ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা'। কুরআন প্রথম প্রকার প্রত্যক্ষ ওহী (وحي متلو) যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। ভাষা উভয়ই মহান আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হুবহু প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার পক্ষীয় ওহী (وحي غير متلو) এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহর, তবে নবী (সা) তা প্রকাশ করেছেন, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সরাসরি নায়িল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজন তা উপলব্ধি পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নায়িল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি পারত না।

আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নায়িল হত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভর ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নে



হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও হাদীস ।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিদ্যমান তাকে কাওলী (বাকী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয় । দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে । অতএব তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয় । সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নবী করীম (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায় । অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন কথা বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে ।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (سنة) । সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি । রীতি নবী করীম (সা) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাহ বলা হয় । অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ । কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বা সুন্নাহকেই বোঝানো হয়েছে । ফিক্‌হ পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদত করা হয় তা বোঝায়, যেমন সুন্নাহ সালাত । হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয় । শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বোঝায় ।

আসার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে । কিন্তু হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন । তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আসার বলে । তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবী নিজস্ব ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না । কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত (সা)-এর উদ্ধৃতি । কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেননি হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'মাওকুফ হাদীস' ।

### ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابی) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামে লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী বলে ।

তাবিঈ (تابعی) : যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে ।

মুহাদ্দিস (محدث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মত বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে ।

শায়খ (شيخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে ।

শায়খাযন (شيخان) : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খাযন



























































<http://QuranerAlo.com>





















